কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৬ বছরের শিশু ধর্ষন, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার পল্লীতে ৬ বছরের এক শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষনের অভিেযোগ আলিফ হোসেন (৩৮) নামে ধর্ষককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে র্যাব সদস্যরা। এরআগে ভেড়ামারা থানায় ১টি ধর্ষন মামলা দায়ের করা হয়।

এলাকাবাসী ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকার ভ্যানচালক ছোটন আলী ও একই এলাকার ছামু ন্যাংড়ার ছেলে ধর্ষক আলিফ হোসেনের বাড়ি পাশাপাশি। ৬ বছরের শিশু ধর্ষক আলিফ হোসনের সেলুনের দোকানের সামনে খেলা করছিলো। এসময় ধর্ষক আলিফ হোসেন ৬ বছরের শিশুকে চকলেট দেওয়ার নাম করে তার ঘরের ভিতরে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। শিশুটি তার পরিবারকে জানালে তাকে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে।

বর্তমানে শিশুটি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ৫ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধর্ষক আলিফ হোসেন কে র্যাব গ্রেফতার করেছে। ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ আকিবুল ইসলাম জানান, ধর্ষনের ঘটনায় থানায় ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামী আলিফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ২ জন নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গরু পাট খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ভ্যালোশ মালিথা (৪০) ও বজলু মালিথা (৪২) নামের দু’জন নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় উভয়পক্ষের আহত হয়েছে আরও ১০ জন। আহতদেরকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার ভুরকাপাড়া হাটখোলাপাড়া এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ফলে হাটখোলাপাড়া বাজার এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নিহত ভ্যালোশ মালিথা দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের হাটখোলা গ্রামের রহমত মালিথার ছেলে এবং বজলু মালিথা একই এলাকার গেদু মালিথার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল মঙ্গলবার গরু পাট ক্ষেতে খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় উজ্জল সর্দ্দার ও বজলু মালিথার মধ্যে বাগবিতণ্ড হয়।

এনিয়ে গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মরিচা ইউনিয়নের হাটখোলা মসজিদের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে আবারো বাগবিতণ্ডর এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে বজলুর রশিদ গ্রুপের বজলু ও ভ্যালোশ মালিথা ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, গরু পাট খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় উজ্জল সর্দ্দার ও বজলু গ্রুপের মধ্যে বাগবিতণ্ডার জের ধরে পুনরায় তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সংঘর্ষে দু’জন নিহত হন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

এদিকে সংঘর্ষের ঘটনার জের ধরে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা রক্তাক্ত

যুবকের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় তুষার মন্ডল জিম (২৩) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে ভেড়ামারা প্রফেসর পাড়ার রুবেল অটো এর বাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তুষার মন্ডল জিম ভেড়ামারা উপজেলার ফজলু রহমানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় আজ সকালের দিকে ভেড়ামারা প্রফেসর পাড়ায় গোলাম মোস্তফা রুবেল বাড়িতে সিঁড়ির কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেন।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন তবে তাকে কে বা কাহারা কি কারণে হত্যা করা হয়েছে এ বিষয়ে বলতে পারেননি। তদন্ত চলছে তদন্ত করে সব জানানো যাবে বলে তিনি বলেন ।

কুষ্টিয়ায় নদীতে ডুবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে তানভীর (২৩) নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন।

আজ সোমবার বিকেলের দিকে কুমারখালী উপজেলার গড়াই রেলসেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তানভীরের দুই বন্ধুও নদীতো নেমেছিলেন, তবে তাঁরা সাঁতরে নদীর তীরে উঠতে পেরেছেন।

নিখোঁজ তানভীর বরগুনার বাসিন্দা, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও কুমারখালী থানা–পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগের ১৩ জন ছাত্র একটি মাইক্রোবাসে করে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় ঘুরতে আসেন। তাঁরা প্রথমে মেহেরপুরের মুজিবনগরে যান। সেখান থেকে যান কুষ্টিয়ায় ফকির লালন শাহের আখড়াবাড়িতে।

এরপর বিকেলে কুমারখালী লাহিনীপাড়া এলাকায় গড়াই নদীর রেলসেতুর নিচে নামেন ওই তিন বন্ধু। তাঁরা সাঁতরে গড়াই নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দুই বন্ধু তীরে উঠতে পারলেও তানভীর পানির স্রোতে তলিয়ে যান।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহসীন হোসাইন জানান, ১৩ শিক্ষার্থীর একদল কুষ্টিয়া ঘুরতে এসে তিনজন নদীতে নামে। এরমধ্যে একজন নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

কুষ্টিয়া মহাশ্মশানের কার্যনির্বাহী পরিষদ’র কমিটি গঠন

কুষ্টিয়া মহাশ্মশানের (শ্রীঁমৎ বাবা বাচ্চাগিরী সিদ্ধাশ্রম) কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৩-২০২৬)’র কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এ কমিটি ঘোষনা করা হয়।

এতে দুই টি প্যানেল অংশগ্রহণ করলেও একটি প্যানেলে ত্রুটি বিচু্যতি থাকায় অন্য একটি প্যানেলকে নির্বাচিত করে নির্বাচন কমিশন।

কমিটির একটি প্যানেলের সভাপতি শ্রী নরেন্দ্রনাথ সাহা এবং আরেকটি প্যানেলের সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বিশু।

তবে বিশ্বনাথ সাহা বিশুর প্যানেলের ২৫জন সদস্যের নামে ভুল থাকা এবং প্রবীর কুমার সাহা নামে এক কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ভারতে অববস্থান করায় তার স্বাক্ষর জাল করায় বিভিন্ন ত্রুটির কারনে শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহা প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষনা করেন। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মানিক কুমার ঘোষ।

কমিটিতে শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহাকে সভাপতি এবং স্বপন কুমার দে কে সাধারন সম্পাদক করে ৫১ জন কার্যনির্বাহীর নাম ঘোষনা করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলো, সহ-সভাপতি স্বপন কুমার নাগ চৌধুরী, বিপ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস, বিমল কুমার সন্যাসী,তারা দাস ভৌমিক, ধীরাজ কুমার সাহা, মৃণাল কান্তি সাহা, আনন্দ শর্মা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নিলয় কুমার সরকার ও ডা: রমা প্রসাদ দে, সহ-সম্পাদক ডা: উৎপল কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব কুন্ডু, কোষাধ্যক্ষ বাবুল কুমার কুন্ডু, সহ কোষাধ্যক্ষ সুরেশ খেতান, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবোধ কুমার পাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক কুমার সরাফ ও শংকর কুমার পাল, দপ্তর সম্পাদক দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বিথী রাণী কর্মকার, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঝুনা রানী, প্রচার সম্পাদক সুহাস কুমার রায়,, সহ-প্রচার সম্পাদক বিকাশ কুমার শিকদার, স্বাস্থ্য ও সমাজক কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মহেন্দ্র কুমার আগরওয়ালা, সৎকার বিষয়ক সম্পাদক চন্দন সরকার, সহ-সৎকার বিষয়ক সম্পাদক শ্রী রতন লাল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ননী গোপাল বিশ্বাস ও আইন বিষয়ক সম্পাদক শঙ্কর কুমার দত্ত। এছাড়াও কার্যকরী সদস্য হলো বিজয় কুমার কেজরীওয়াল, স্বপন কুমার ঘোষ, শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত, অজিত কুমার দাস, দুলাল কুমার কুরী,বিষ্ণুপদ দাস, প্রভাস চন্দ্র দাস, গণেষ চন্দ্র কর্মকার, নন্দ গোপাল বিশ্বাস, শংকর বিশ্বাস, কিশোর কুমার সিকরীয়া, অশোক নন্দী, রতন পাড়ই, শ্রী স্বজন কুমার খেতান, শিশির কুমার পাল, অঞ্জন বিশ্বাস, অজিত কুমার বিশ্বাস, শ্রী প্রদীপ কুমার সারাওগী, প্রহলাদ কুন্ডু, শ্যামল কুমার কর, ব্যোমকেম মজুমদার (বঙ্কু) ও বিষ্ণ কুমার শিকরিয়া।

আগামী ১৯ মে সন্ধ্যঅ ৭টায় মহাশ্মশান চত্বরে এই কমিটির প্রথম কার্যনিবাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহা।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে গ্রেফতার-১৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১৩ মে) সকালে চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ মৌজা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এসময় পাঁচটি ড্রাম ট্রাক ও দুইটি স্যালোইঞ্জিন চালিত লাটাহাম্বা গাড়ি জব্দ করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন – মো. বিল্লাল হোসেন (৪০), মো. শাকিব খান (৩০), মো.সাজ্জাদ হোসেন (২০), রাসেল হোসেন (২৮), মো. মেহেদী ইসলাম (২৮), সোহাগ হোসেন (২৩), মো. সাগর বিশ্বাস (৩১), মো. কালাম আলী (১৯), ফিরোজ ইসলাম (২২), শামীম হোসেন (২৭), রাজু আহমেদ (৩০), ইসমাইল হোসেন (৩২), মো. কাজল হোসেন (২৩) ও সবুজ বিশ্বাস (২০)।

কুমারখালী থানার ওসি মো. মোহসীন হোসাইন বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গড়াই নদের জয়নাদ মৌজায় অবৈধ বালু উত্তোলন প্রতিরোধে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে পাঁচটি ড্রাম ট্রাক ও দুইটি লাটাহাম্বাসহ ১৪ জনকে আটক করা হয়। পরে বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। উক্ত মামলায় আসামিদের গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জয়নাবাদ মৌজার বালু মহলের ইজারাদার মো. মাসুদ রানা বলেন, তিনি জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা দিয়ে ইজারা নিয়ে বালু উত্তোলন করছিলেন। কিন্তু পুলিশ কেন তাঁর লোকজন ধরে চালান দিয়েছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

এবিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা সহকারী কমিশার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, ১৪ এপ্রিল ইজারা দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু ২৭ এপ্রিল

উচ্চ আদালত জয়নাবাদসহ চারটি মৌজায় বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ করে রিট পিটিশন জারি করেছেন। বিষয়টি সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে বলে তিনি জানান

দৌলতপুরে শিশু বলাৎকার: মাদ্রাসা শিক্ষক আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে শিশু বলাৎকারের অভিযোগে সিরাজুল হক (২৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৩ মে) দুপুর ১২টার দিকে মাদরাসা শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ (১০) নামে এক শিশু বলাৎকারের অভিযোগে তাকে আটক করে পুলিশ।

আটককৃত সিরাজুল হক দৌলতপুর উপজেলার হোসেনাবাদ ফজলুল হক উলুম বহুমুখী মাদ্রাসার শিক্ষক ও নাটোর জেলার বড়বাড়িয়া গ্রামের আইনাল হকের ছেলে।

বলাৎকারের শিকার ওই শিশুর পরিবারের অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হোসেনাবাদ ফজলুল হক উলুম বহুমুখী মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র আব্দুল্লাহকে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত রাত ১২টার দিকে নিজ কক্ষে ডেকে নেয় একই মাদ্রাসার শিক্ষক সিরাজুল হক।

এ সময় তাকে জোরপূর্বক বলাৎকার করে ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয় ওই শিক্ষক। পরে আজ শনিবার সকালে বলাৎকারের শিকার ওই শিশু তার পিতা রাকিকুল ইসলামকে ঘটনাটি জানালে সে দৌলতপুর থানা পুলিশকে জানায়।

এ বিষয়ে হোসেনাবাদ ফজলুল হক উলুম বহুমুখী মাদ্রাসার সুপার শামসুজ্জোহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক সিরাজুল হককে আটক করে থানা নিয়ে গেছে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, হোসেনাবাদ ফজলুল হক উলুম বহুমুখী মাদ্রাসায় শিশু বলাৎকারের

ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে জিঞ্জাসাবাদ করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় মেধা’র ব্যবস্থাপনায় হুইলচেয়ার ও বাইসাইকেল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় মেধা’র ব্যবস্থাপনায় দু:স্থ্য ও অসহায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। একই সাথে মেধা’র নির্বাহি পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার সালাহউদ্দিনের সহায়তায় এক দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়।

শনিবার দুপুরে মেধা’র কার্যালয়ে ডা: মেহনাজ নাসরীনের অর্থায়নে ও মেধা’র ব্যবস্থাপনায় পাঁচ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়।

মেধা’র নির্বাহি পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার সালাহউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শামীম আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার জহিরুল ইসলাম।

এসময় মেধা’র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ড. মুহা. আব্দুল লতিফ. রেজানুর রহমান খান চৌধুরী মুকুল, মেধা’র সহসভাপতি শাহনেওয়াজ আনসারী মনজু, নির্বাহী সদস্য আব্দুল মান্নান বিদ্যুত, মনজুর রহমান মনু, এহসান আনোয়ার বুলবুল উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে। পাশাপাশি সামাজিকভাবেও বেশ কিছু কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাঁচ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে শিলাইদহে রবীন্দ্রমেলার আয়োজন

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী আজ। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী এই বাঙালি কবিকে স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত।

কবিগুরুর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কবির স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি আঙিনায় শুরু হয়েছে তিনদিনের রবীন্দ্রমেলা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

শুধু দুই বাংলার বাঙালিই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করবে হৃদয় উৎসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। এবার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘সমাজ সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ’।

এ উপলক্ষ্যে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

এসময় তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বাঙালির চেতনা ও মননের প্রধান প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তিনি নির্দেশকের ভূমিকা রেখেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী, কাচারিবাড়সিহ তাঁর সকল স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টার অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলীসহ প্রশাসন, রবীন্দ্র গবেষক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের কণ্ঠে সুচনা সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

এদিকে, তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্রমেলাকে ঘিরে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আঙিনা হাজারো দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ এপ্রিল কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি চির নতুনের কবি, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কবি। বাঙালির আত্মিক মুক্তি ও সার্বিক স্বনির্ভরতার প্রতীক, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক তিনি। কুষ্টিয়া শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। পদ্মা নদীর তীরবর্তী ছায়াশীতল ও নিরিবিল পরিবেশ থাকার কারণেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার ফিরে আসতেন তার স্মৃতিধন্য এই কুঠিবাড়িতে। এখানে বসেই তিনি রচনা করেছেন কালজয়ী অনেক কাব্যগ্রন্থ, ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস। বছরজুড়ে এ কুঠিবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে। তবে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভক্তদের মনে যেন আলাদা মাত্রা যোগ হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কালজয়ী এ কবি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর আলো করে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়।

কুষ্টিয়া রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধ উচ্চারণ

বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড.মো. শাহজাহান আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোক্তা প্রফেসর ড. মো: জহুরুল ইসলাম।

উচ্চারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উচ্চারণ প্রশিক্ষক জ গবেষক এবং কণ্ঠশীলনের সভাপতি গোলাম সারোয়ার।

রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সামাজিক অনুষদের ডীন ও সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলায় আহবায়ক কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও প্রক্টর হাসিবুর রশিদ তামিম, আবৃত্তি পরিষদ কুষ্টিয়ার সভাপতি কবি আলম আরা জুই প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাংলা অনেক সমৃদ্ধ ভাষা। এর শব্দ ভাণ্ডার অফুরন্ত। রয়েছে নানা বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য। শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষকদের এবং গণমাধ্যমের জন্য একটি পরিমিত বাংলা ভাষা দরকার। শিক্ষকরা যদি নিজেই ভালো বাংলা না বলতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের শেখার কোনো সুযোগ নেই। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে জরুরি হলো আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে এবং লিখতে পারি কিনা তা যাচাই করা। যারা বাংলায় লেখালেখি করেন তারা অবগত আছেন ব্যাকরণসম্মতভাবে বাংলা বাক্য তৈরি করা এবং শুদ্ধ বানানে বাংলা শব্দ লেখা কতটা কঠিন।

সভ্যতা শেখানোর জন্য শুদ্ধ উচ্চারণ ভীষণ প্রয়োজন উল্লেখ করে বক্তারা আরও বলেন, এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে বাংলা ভাষাকেও আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হতে হবে। নইলে বাংলাদেশ বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতির যুগে পিছিয়ে যাবে।

রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা মেলার সপ্তম দিনে শুদ্ধ উচ্চারণের পাশাপাশি আবৃত্তি, সংবাদ উপস্থাপনা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে